একতা ও প্রেম

কলকাতা রোমান ক্যাথলিক মহাধর্মপ্রদেশ

সাধারণ খ্রীষ্টভক্তমন্ডলীর সঙ্গে সামাজিক সেতুবন্ধন স্থাপনের

পালকীয় পরিকল্পনা

২০১৫ – ২০১৮

"সঠিক পালকীয় পরিকল্পনা ক্যাথলিক সম্প্রদায় হিসাবে আমাদের এগিয়ে চলার পথ দেখায় এবং অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে লক্ষ্য স্থির করতে সাহায্য করে। এই পরিকল্পনা করা হয় পবিত্র বাইবেলের উপর প্রার্থনা, ধ্যান ও আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে। এই পরিকল্পনা বিশপের এলাকায় বিভিন্ন প্যারিশে মেষপালকদের (পালপুরোহিত) বর্তমান অবস্থা, আমাদের সামনে সুযোগ ও বাধা, ইত্যাদি পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সৎ মূল্যায়ন করেই করা উচিত।

আমাদের বিশ্বাস যদিও বদলায় না, আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে বাস করি তা ক্রমাগত বদলায়। এই জন্য পালকীয় পরিকল্পনাও আমাদের সাধারণ খ্রীষ্টভক্তমন্ডলীর স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বদলে নিতে হবে।

***

সুসমাচার আমাদের উপর যেসব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, বিশ্বস্ত সেবক হয়ে সেগুলি পালন করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে বলে। তাই আমাদের সবসময় নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত কিভাবে আমরা আমাদের সময়, প্রতিভা এবং সম্পদ অন্যদের সেবায় নিয়োজিত করেছি। মঙ্গল সমাচারে যোগ্য ও অযোগ্য কর্মচারীর উপমাতে প্রতিটি দাসকে তার কাজের হিসাব দিতে বলা হয়েছিল; আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে যে গুণ ও প্রতিভা পেয়েছি, তা অন্যের উপকারে ব্যবহার করার জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ।

কলকাতা রোমান ক্যাথলিক মহাধর্মপ্রদেশের অগ্রাধিকার বিবেচনা করে, আমাদের ঠিক করতে হবে কিভাবে (১) আমরা আরো কার্যকরভাবে ও দলগতভাবে কাজ করতে পারি (২) আমাদের প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করতে পারি এবং (৩)আমাদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারি। খ্রীষ্টভক্তমন্ডলীর প্রতি পালকীয় পরিকল্পনার সময় দুটি বিষয় নজর দিতে হবে (১)কি সরঞ্জাম বা সাহায্য দরকার এবং (২) কিভাবে আরো বিবেচনার মাধ্যমে আমাদের সম্পদ অন্যের সেবায় ব্যবহার করা যায়।

পুরাতনকালে ঈশ্বর ধর্মপ্রবক্তার মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কথা বলতেন। সাম্প্রতিককালে তিনি তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্ট যাকে তিনি সব কিছুর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছেন, তাঁর মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।"

– হিব্রু ১: ১-২

ক্যাথলিক যোগাযোগকারীদের প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, আমাদের প্রেমময় পিতা, পুরানো দিনে আপনি ধর্মপ্রবক্তাদের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। সময়ের পূর্ণতার পরে আপনি আপনার পুত্র যীশুর মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলেছেন। তিনি সহজ গল্পের মাধ্যমে আমাদের ঐশ্বরিক রাজ্যের রহস্য শিখিয়েছেন। আমাদের নিজস্ব পরিস্থিতিতে আমরা সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে আপনার জীবনদায়ী বাক্যকে বাস্তবে পরিণত করতে অনেক বাধার সম্মুখীন হই। পিতা, আপনার কথা আমাদের বুঝতে এবং অন্যদের বুঝাতে সাহায্য করুন। আমাদের আধুনিক যোগাযোগের উপায় ব্যবহারে সক্ষম করুন, যাতে প্রত্যেকে যীশুর মধ্যে শাশ্বত জীবনের পূর্ণতা লাভ করে। আমেন।

***

ভূমিকা

যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সমাজ এই দুইয়ের সঙ্গেই মণ্ডলীর অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক কারণ ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিটি বিশ্বাসীকে তাঁর সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত করেন। পরিবারের পরে মানুষ স্থানীয় প্যারিশের সঙ্গে পরিচিত হয়, যেখানে উপাসনা ও উদারতা উভয়ের উন্মেষ হয়। এটা সম্ভব হয় যোগাযোগের কারণে: বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়া, ভগবানের বাণী প্রচার, ধর্মসংস্কারের উদযাপন, গরীবকে সাহায্যদান এবং বৃহত্তর মিলনের মাধ্যমে। খ্রীষ্টভক্তমণ্ডলীর সমস্ত যোগাযোগ, এমনকি তার গণমাধ্যমের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সবই ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের ভিত্তি থেকে প্রবাহিত হয়।

মন্ডলীর সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ পবিত্র ত্রিত্বের (পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মিলন) একাত্মতার মত। ঈশ্বরের বাণী দ্বারা সৃষ্ট, সেই বাণীতেই পুষ্ট এবং পবিত্র আত্মায় ভরপুর হয়ে মন্ডলী তার যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সবার সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করে, সমাজ সৃষ্টি করে, ভগবানের বাণী প্রচার করে এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট শিশুদের রব শোনে। মন্ডলী জানে যে বর্তমান সমাজ আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন খবরের কাগজ, পত্রিকা, বই, টেলিযোগাযোগ, রেডিও, টেলিভিশন, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক মেইল এবং আধুনিক মাধ্যম ছাড়া প্রায় অচল। মন্ডলী জানে যে যীশুখ্রীষ্টের নির্দেশে পৃথিবীর সব প্রান্তে সুসমাচার প্রচার করা তার দায়িত্ব (মথি ২৮:১৯)। তাই সে আবারও জানতে চায় কিভাবে ঈশ্বরের বাণী পৃথিবীর সবার কাছে পৌঁছানো যায়।

মন্ডলী দীর্ঘকাল ধরে স্বীকার করেছে যে সমাজে গণমাধ্যমের ভূমিকা হল প্রতিপালক ও একই সঙ্গে সুসমাচার প্রচার করা। সামাজিক গণমাধ্যম মানুষকে এক করায় মহান অবদান রাখতে সক্ষম (*Communio et Progressio* 9)। মন্ডলী তার সৃষ্টিকর্তার সামনে অপরাধী প্রতিপন্ন হবে যদি সে মানুষের দক্ষতায় তৈরী গণযোগাযোগ মাধ্যম যা দৈনিক আরও নিখুঁত ও শক্তিশালী হচ্ছে, তার সদ্ব্যবহার না করে। কারণ এই আধুনিক মাধ্যম ব্যবহার করেই সে 'বাড়ীর ছাদ থেকে' প্রভুর বাণী' ঘোষণা করার (*Evangelii Nuntiandi*, 45) দায়িত্বভার নিয়েছে।

আধুনিক সংস্কৃতির যুগে খৃস্ট ধর্মের প্রচার যেহেতু গণমাধ্যমের উপর খুব নির্ভরশীল, কেবল খৃস্টের বার্তা এবং মন্ডলীর খাঁটি শিক্ষা প্রচারের জন্য গণমাধ্যম ব্যবহার করা যথেষ্ট নয়। এই শিক্ষা আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের নতুন সংস্কৃতির মধ্যে একীভূত করা প্রয়োজন। এটি একটি জটিল বিষয় কারণ এই নতুন সংস্কৃতি শুধুমাত্র যা প্রকাশ করা হয় তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে, আধুনিক ভাষা, কৌশল এবং যোগাযোগ মাধ্যম নতুন মনোবিজ্ঞানের অন্য মাত্রা যোগ করছে। (*Redemptoris Missio*, 37).

***

এটা একটি অনস্বীকার্য বাস্তব বিশ্বজুড়ে যে সব আধুনিক গণমাধ্যমের প্রভাব এবং পরিবর্তন হয়েছে, তার কেন্দ্রস্থল হল শহর, বিশেষ করে মহানগর। ভারতে এবং আধুনিক বিশ্বে পরিবার থেকে শুরু করে রাজনীতিতে যারা সবচেয়ে ক্ষমতাশালী তারা সবাই বড় শহরে থাকে। আমাদের মহাধর্মপ্রদেশের মাঝে রয়েছে কলকাতা শহর, তার কর্তৃত্ব ও সংস্কৃতি নিয়ে, যেখানে শুধুই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন তৈরী হয় না, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দূরবর্তী গ্রামের মানুষেরও জীবনেও কলকাতা তার প্রভাব বিস্তার করে।

স্থানীয় মন্ডলীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নতুন প্রতিযোগিতা গ্রহণ এবং খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারে ও সবার ভালোর জন্য সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহার; এবং Aetatis Novae (যার অর্থ *একটি নতুন যুগের আবির্ভাব)* সাড়া দিয়ে, আমরা বিনীতভাবে গণমাধ্যম ব্যবহারের জন্য একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা পেশ করছি, যার দ্বারা চিরাচরিত এবং আধুনিক উভয় গণমাধ্যম আমরা উপযুক্তভাবে ব্যবহার করবো। আমরা বিশ্বাস করি মন্ডলীর এই ক্ষমতা আছে এবং সেইসঙ্গে দায়িত্ব রয়েছে এই গণমাধ্যম ব্যবহার করে আমাদের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি ঘটানোর, জাতির জীবনে উন্নতি করা, যার ফলে সাধারণ খ্রীষ্টমন্ডলীর এবং সব মানুষের কল্যাণ হবে।

সামাজিক সেতুবন্ধন স্থাপনের জন্য পালকীয় পরিকল্পনা

ভ্যাটিকান দ্বিতীয় কাউন্সিলের নথি ***ইন্টার মিরিফিকা*** *Inter Mirifica* (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপর কাউন্সিলের ফরমান – ১৯৬৩), *Communio et Progressio* ***কমিউনিও এট্ প্রোগ্রেসিও*** (১৯৭১) এবং ***এটাটিস নোভে*** (যার অর্থ *একটি নতুন যুগের আবির্ভাব* –১৯৯২), পরিষ্কারভাবে বলে যে মন্ডলী আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়, যা মানবসমাজে সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বোঝায় যেমন দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত পদ্ধতিতে গল্প বলা, নাটক, নৃত্য ও সঙ্গীত, সৃজনশীল শিল্প, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক সংবাদমাধ্যম এবং ওয়েব, ব্লগ এবং সামাজিক নেটওয়ার্কের আধুনিক গণমাধ্যম।

আমরা চেষ্টা করেছি এই পালকীয় পরিকল্পনা:

- ঈশ্বর কেন্দ্রিক এবং এশিয়া কেন্দ্রিক (এশিয়ার গির্জা, ২৯) করতে
- সবার ভালোর জন্য (*কমিউনিও এট্ প্রোগ্রেসিও*, n. ১৬)
- গণমুখী যোগাযোগ উৎসাহিত করতে (FABC BM, '97)
- যোগাযোগ এমন করতে যা মানুষকে ক্ষমতাশালী করে
- আধুনিক গণমাধ্যম সংস্কৃতির মধ্যে ভালো সংবাদ একীভূত করতে (রিডেমপ্টরিস মিসিও ৩৭, এশিয়ার গির্জা, ৪৮)

***

সামাজিক যোগাযোগের পালকীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের সামাজিক যোগাযোগ বিভাগের নেতৃত্বে, কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের সামাজিক যোগাযোগব্যবস্থা কমিশনের (**Archdiocesan Social Communications Commission** – ASCC) মাধ্যমে, যা কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের সামগ্রিক পালকীয় পরিকল্পনার একটি অঙ্গ।

এই কমিশন কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের মনোনীত ক্যাথলিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ, অন্যান্য কর্মদক্ষ সাধারণ খ্রীষ্টভক্তবৃন্দ, পুরোহিতবর্গ এবং সন্যাসব্রতী দ্বারা গঠিত হয়েছে।

ভারতের ক্যাথলিক বিশপ কনফারেন্স (CBCI) সামাজিক যোগাযোগ বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশাবলী এবং তার সঙ্গে আচরণ বিধির নীতি উল্লেখ করেছে। সামাজিক যোগাযোগের জন্য পালকীয় পরিকল্পনার এই নথি সৃষ্টিতে, ASCC নিম্নলিখিত এই নীতিই অনুসরণ করেছে:

- সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের সঙ্গে মন্ডলীর যোগাযোগের মডেল তৈরী হয়েছে পবিত্র ত্রিত্বের আদলে যেখানে তিন আত্মা এক। আমাদেরও পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে একাত্ম হতে বলা হয়েছে। (*Communio et Progressio*, 8)
- বিশ্বাসের প্রকাশ মন্ডলীর যোগাযোগকে চিহ্নিত করে (সকলের চোখের সামনে, ২)।
- যেখানেই সম্ভব মন্ডলীর উচিত যোগাযোগ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে করা। (*Communio et Progressio*, 115_125)
- সামাজিক যোগাযোগ গির্জার প্রকৃতি এবং মানুষের সাথে যুক্ত। (*Aetatis Novae*, 6; *Communio et Progressio*, 92)
- মন্ডলীর অবিলম্বে সত্য বলা উচিত এবং এর জন্য লোকের কাছে জবাবদিহির জন্য তৈরী থাকতে হবে। (*Communio et Progressio*, 123)
- যোগাযোগ জগতে সব জায়গাতেই এবং সকল মানুষের মাঝে মন্ডলীর থাকা উচিত। (*Aetatis Novae*, 17, *Inter Mirifica*, 3) (*Communio et Progressio*, 24)
- মন্ডলীর উচিত যোগাযোগের ব্যাপারে সম্পদ ভাগ করা, অন্যদের সঙ্গে (মন্ডলীর মধ্যে এবং অন্য ধর্মীয় বিশ্বাসীদের সঙ্গে) সহযোগিতা করা এবং একাধিক পরস্পরের পরিপূরক পন্থা অবলম্বন করা। মন্ডলীর যোগাযোগের এটাই হবে আসল চরিত্র। (*Communio et Progressio*, 84_99)
- মন্ডলীকে নির্যাতিত এবং অবহেলিতদের পাশে দাঁড়াতে হবে। (*Aetatis Novae*, 13, *Communio et Progressio*, 92_95)
- যোগাযোগের মান মূল্যায়ন হবে সাধারণ মানুষ কতটা উপকৃত হল তার উপর (*Communio et Progressio*, 16) ভিত্তি করে।

***

•

কলকাতা রোমান ক্যাথলিক মহাধর্মপ্রদেশে সামাজিক সেতুবন্ধন স্থাপনের দর্শন ও উদ্দেশ্য

দর্শন

মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গীর্জার পরিধির মধ্যে সীমিত থাকে না; বরং, যোগাযোগ মন্ডলীর [*এটাটিস নোভে* ৬] অন্তরে থাকা আবশ্যক। যীশু খ্রীষ্টের দেখানো পথে, সমস্ত মানবজাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে সামাজিক সেতুবন্ধন স্থাপন করাই হল আমাদের দর্শন।

উদ্দেশ্য

সামাজিক যোগাযোগের জন্য আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য স্বচ্ছ রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যগুলি হল:

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রভুর সুসমাচার প্রচার করা।
- আমাদের পুরোহিত, সন্যাসব্রতী এবং সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের, বিশেষ করে যারা মন্ডলীর জন্য কাজ, করেন, তাঁদের সামাজিক যোগাযোগ / গণমাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- আমাদের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সব স্তরে যোগাযোগের সময় উভয় পক্ষের মতামতের আদান প্রদানের সংস্কৃতি চালু করা ও তা বজায় রাখা।
- গির্জার মধ্যে এবং বাইরে গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মদক্ষতার চর্চা ও বিকাশ করা।
- বিভিন্ন বিষয় পক্ষ নেওয়া বা প্রচার করা, বিশেষ করে সব মানুষের মর্যাদা এবং তাদের অধিকারের সমর্থনে জনমত সৃষ্টি করা।
- সার্বজনীন গণমাধ্যম শিক্ষার জন্য প্রচার করা।
- কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের জন্য প্রয়োজন-ভিত্তিক কর্মসূচীর আয়োজন / প্রযোজনা করা।
- সাংস্কৃতিক গণমাধ্যম যেমন লোকশিল্পকলা, শাস্ত্রীয় শিল্পকলা, নাটক, নাচ ও গান প্রচার করা।
- মানবিক ও আর্থিক সম্পদ সঠিক বন্টন করে কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের সমস্ত মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বচ্ছ ও কার্যকর যোগাযোগের ব্যবস্থা করা।

কর্ম পরিকল্পনা

- **ভাল খবর পরিবেশন বা প্রচার:**

– কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের ওয়েবসাইটকে http://archdioceseofcalcutta.in/ যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু করে আমাদের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাব, সংবাদ বা তথ্য আদান প্রদান করা, বিশেষ করে তাদের জন্য যারা কোন সাহায্য বা তথ্যের সন্ধানে আছেন। তাজা খবর দেওয়া এবং সাম্প্রতিক উন্নতমানের বিষয়বস্তু পাঠানোর বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। প্যারিশ জনসংযোগ দলের সঙ্গে সংহতি স্থাপণ করে, যোগাযোগ মাধ্যমের বর্তমান প্রযুক্তির দিকে খেয়াল রাখতে হবে, কারণ আমাদের সমাজের মানুষেরা, বিশেষত যুবারা, এই আধুনিক প্রযুক্তিগুলিই বেশী ব্যবহার করে।

***

– আমাদের মহাধর্মপ্রদেশের ক্যাথলিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান যেমন হেরাল্ড, চিত্রবাণী, নিতিকা, মহাধর্মপ্রদেশের ওয়েবসাইট এদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং যোগাযোগ রেখে একসঙ্গে মহাধর্মপ্রদেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা চালাতে হবে।

– প্রতিভাবান গির্জা কর্মীদের সনাক্তকরণ এবং যোগাযোগ সেবায় তাদের প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত প্রেরণা দেওয়া: সামাজিক মিডিয়া এবং আধুনিক গণমাধ্যমের দুনিয়ায় নতুন তথ্য প্রযুক্তির সুযোগের সুবিধা নেওয়ার জন্য তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সুসমাচারের বাণী প্রচারে সহায়তা করবে।

– সাম্প্রদায়িক প্রচার ও অন্যান্য মিডিয়াতে অপপ্রচারের উপর নজর রাখা এবং উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ও নথিপত্রর মাধ্যমে মন্ডলীর অখণ্ডতা রক্ষা করা।

• আমাদের পুরোহিত, সন্যাসব্রতী এবং সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের সামাজিক যোগাযোগে প্রশিক্ষণ দেওয়া:

– প্রতিভাবান এবং পেশাদার জনসংযোগ কর্মকর্তা যারা বিভিন্ন পর্যায়ে নেটওয়ার্ক পারেন তাদের সনাক্তকরণ – বিশপের এলাকার / অনেকগুলি প্যারিশের এলাকা/ স্থানীয় বা জাতীয় অঞ্চলে তাদের নিয়োগ করা।

- কমিউনিটির সকল নেতাদের জন্য – বিশপ, পুরোহিত, সন্যাসব্রতী এবং সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের জন্য নিয়মিত গণসংযোগ অনুষ্ঠান করা যেন তারা কার্যকরভাবে সমাজ ও মন্ডলীর সেবা ও তাদের ন্যায্য স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

– সেমিনারি পাঠ্যক্রমের মধ্যে পর্যাপ্ত গণমাধ্যম বিষয় এবং ভাষায় দক্ষতা অর্জনের পরিকাঠামোর প্রবর্তনের মাধ্যমে সেমিনারিয়ান ও তাদের প্রশিক্ষকদের উৎসাহিত করা।

– মন্ডলীর অন্যান্য কমিশন যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যুব কমিশনকে তাদের নিজ নিজ যোগাযোগ মাধ্যম বা দল তৈরীতে সহায়তা করা।

– গির্জার কর্মীদের আমাদের কমিউনিটির মানুষ এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় সহানুভূতিশীল, ভদ্র এবং সহায়ক হতে বলা এবং এই বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

***

• যোগাযোগের সময় উভয় পক্ষর মতের আদান প্রদানের আবহ তৈরী করা:

– গির্জার কর্মীদের আলোচনা, মতের **আদান প্রদান** এবং প্যারিশের উন্নতির জন্য সমষ্টিগত কাজের সংস্কৃতি তৈরী করা এবং এই বিষয়ে সজাগ থাকা।

- গির্জার সাময়িকী, ওয়েবসাইট, নিউজ লেটার, এবং বুলেটিন বোর্ড ইত্যাদিকে পারস্পরিকভাবে সক্রিয় (দ্বিমুখী) করা।

- পুরোহিতবর্গ, সেমিনারিয়ান, সন্যাসব্রতী এবং গির্জার অন্যান্য কর্মীদের যোগাযোগ দক্ষতা এবং গণমাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া (যেমন –মিডিয়ার সাথে কথা বলার সময় ক্যামেরার সামনে বসার কায়দা, বুদ্ধিমত্তা এবং ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা)।

- সংকটের সময় স্বচ্ছতার সঙ্গে যোগাযোগ বা গণমাধ্যম পরিচালনা করা (ব্যবস্থাপনা, ভবিষ্যৎ ফল এবং পুনরুদ্ধার)।

–ভাল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের জন্য মহাধর্মপ্রদেশের যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সরঞ্জাম মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা এবং উন্নত করা। যোগাযোগের আধুনিক পদ্ধতি যেমন ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং এবং ভিওআইপি / ইন্টারনেট টেলিফোনি ইত্যাদি ,ব্রডব্যান্ড টেলিফোনি ,ব্যবহার করা উচিত।

• গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মদক্ষতা বাড়ানো:

- স্থানীয় খ্রিস্টান গণমাধ্যম এবং অন্যান্য সমমনস্ক ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান/ ধর্মনিরপেক্ষ গণমাধ্যমের সাথে নেটওয়ার্কিং করা, বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় আমন্ত্রণ জানানো এবং দীর্ঘমেয়াদী আলাপ রাখা।

- প্যারিশ মিডিয়া দল গঠনের জন্য প্রতিটি প্যারিশে সাধারণ ভক্তদের গণমাধ্যম প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই প্যারিশ মিডিয়া দল প্যারিশের কাগজপত্র চালানো, সামাজিক নেটওয়ার্ক বা ব্লগ করা ছাড়াও মহাধর্মপ্রদেশের স্থানীয় গণমাধ্যমকে সাহায্যের জন্য গণমাধ্যম প্রতিভার ভান্ডার হতে পারে।

- সৃজনশীল এবং প্রতিভাবান তরুণ ক্যাথলিকদের সনাক্ত করে গণমাধ্যমকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য তাদের অনুপ্রেরণা দেওয়া এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণে (যেমন নিসকর্ট দিল্লী, মুম্বাইয়ের জেভিয়ার গণসংযোগ ইনস্টিটিউট, চেন্নাইয়ে সানথোম, পাটনায় নটের ডেম, কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও নিতিকা) যোগদানের জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া / সাহায্য করা।

***

- অন্যদের অনুপ্রেরণার জন্য, অসামান্য ক্যাথলিক/ খৃস্টান গণমাধ্যম ব্যক্তিদের মিডিয়া পুরস্কার দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া ও **অন্যান্য ক্ষেত্রেও জীবদ্দশায় প্রতিভার স্বীকৃতি দেওয়া**।

• জনমত তৈরী ও প্রচার করা:

– অন্যান্য গীর্জা, এনজিও, অন্যান্য ধর্মের গণমাধ্যম মিডিয়া সদস্যদের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং করে মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের জীবনের মান এবং মানবাধিকার উন্নীত করা।

–মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার উপর মিডিয়া প্রযোজনা / নিবন্ধ প্রকাশ করা।

– মানবাধিকার সম্বন্ধে গণমাধ্যম জগতের পেশাদারদের সজাগ রাখা।

- গণমাধ্যম জগতের পেশাদারদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করা।

- সামাজিক খবরের নেটওয়ার্কে ঘৃণার প্রচার ও ভুল তথ্য প্রচার বন্ধ করার জন্য ভাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল তৈরী করা।

- গণমাধ্যমে পক্ষ নেওয়া ও প্রচার করার জন্য মহাধর্মপ্রদেশে একটি ডকুমেন্টেশন (নথিবিভাগ) বিভাগ বানানো।

• সার্বজনীন গণমাধ্যম শিক্ষা দেওয়া:

- গণমাধ্যম ভোক্তাদের গণমাধ্যম, আধুনিক গণমাধ্যম ব্যবহার কৌশল এবং তাদের প্রভাব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার জন্য এবং সমালোচনা বোঝার জন্য মহাধর্মপ্রদেশের সহায়তাকারী দলের মাধ্যমে গণমাধ্যম শিক্ষা দান।

- কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশে মিডিয়া উৎসব এবং প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন।

–আধুনিক গণমাধ্যম প্রযুক্তি অনুধাবন করা এবং কোন প্রযুক্তি আমাদের আমাদের জীবন উন্নত করতে পারে চিনতে শেখা – আমরা প্রযুক্তি আরো বুদ্ধিমানের মতো ব্যবহার করি যখন আমরা বুঝতে পারি কিভাবে তারা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে।

- মহাধর্মপ্রদেশ জুড়ে রবিবার গীর্জার পর সানডে স্কুলে সামাজিক যোগাযোগের ব্যবহার উপলব্ধি করানোর জন্য ছোট পাঠ্যক্রম তৈরি করা যেতে পারে।

-

***

- **প্রয়োজন ভিত্তিক মিডিয়া প্রোগ্রাম তৈরী করা :**

– ঈশ্বরে বিশ্বাস গঠন এবং সামাজিক / মানব উন্নয়নের জন্য প্রোগ্রাম (রেকর্ড করা / লাইভ ইভেন্ট) করা এবং কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের ওয়েবসাইটে একটি ইন্টারনেট টিভি চ্যানেলে তা দেখানো।

–ক্যাথলিক সাময়িকী, প্রকাশনা (যেমন হেরাল্ড, বিশেষ করে বাংলা সংস্করণ) এবং গণমাধ্যম প্রযোজনার উন্নতি করা, আরো উদ্ভাবনী প্রতিভা এনে, পেশাগতভাবে ও আর্থিকভাবে দীর্ঘস্থায়ী করে পরিচালনা করা।

- স্থানীয় রেডিও / টিভি (স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রচার / কেবেল নেটওয়ার্ক) প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা।

- স্থানীয় প্রতিভাদের গণমাধ্যম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে এবং প্রয়োজনীয় উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া।

- মন্ডলীর যোগাযোগ ব্যবস্থার কার্যকারিতার মূল্যায়ন, মানুষের মধ্যে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করণ ইত্যাদি প্রতিক্রিয়ার জন্য মাঝে মাঝে সমীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

- **সাংস্কৃতিক গণমাধ্যমের উন্নতি করা :**

- চিরাচরিত / বিকল্প গণমাধ্যমকে উৎসাহিত করা যেমন স্থানীয় কারুশিল্প বা নাচ, পুতুল নাচ, নাটক, সংগীত, কীর্তন, যাত্রা, রাস্তায় নাটক, শিশু যীশুর গোশালা, যীশুর যাতনাভোগের দৃশ্য – এইগুলি কাউকে জোর করে বা ভয় দেখিয়ে না করার কারণে মানুষের মনের গভীরে পৌঁছাতে পারে ও সহজ উপায়ে শিক্ষিত করে তোলে। এই পদ্ধতিতে জনপ্রিয় সংস্কৃতির মাধ্যমে সুসমাচার প্রচার করা যেতে পারে।

- প্রতি বছর 'বিশ্ব যোগাযোগ দিবস' পালন একটি অর্থপূর্ণ উপাসনা এবং তার পরে প্রাসঙ্গিক প্রোগ্রাম করা যেতে পারে যেমন সব প্যারিশে ইত্যাদি প্রতিযোগিতা, সেমিনার, চলচ্চিত্র উৎসব, গণমাধ্যম কর্মশালা, ইত্যাদি। পোপের বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের বার্তা অনুবাদ করে সব ধর্মনিরপেক্ষ মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে।

- **স্বচ্ছ ও কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রদান করার জন্য:**

  - সামাজিক যোগাযোগ সেলের সব সরকারি নথিপত্র এবং সম্পদ সঠিক ও স্বচ্ছভাবে রাখতে হবে। নতুন দলের কর্মকর্তারা নিযুক্ত হলে তাদের কাছে সব হস্তান্তর করা উচিত। ধারাবাহিকতা এবং স্বচ্ছতার জন্য হস্তান্তরের তথ্যের সব কপি জাতীয় / আঞ্চলিক কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো আবশ্যক।

–এএসসিসির সামাজিক যোগাযোগ বিভাগের কার্যক্রম, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রতি বছর সিবিসিআই CBCI সামাজিক যোগাযোগ কমিশনে নির্ধারিত সময়ে পাঠাতে হবে। প্রতি বিশপের এলাকার এই রিপোর্ট সিবিসিআইয়ের একটি জাতীয় রিপোর্ট তৈরীতে ব্যবহার করা হয়।

***

সামাজিক যোগাযোগ বিভাগ গঠন – কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশে

কলকাতার রোমান ক্যাথলিক মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ, চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর ক্ষমতাবলে কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের সামাজিক যোগাযোগ বিভাগ গঠন করবেন। তিনি গণমাধ্যম যোগাযোগ সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য আনুষ্ঠানিক চিঠি দেবেন।

সামাজিক যোগাযোগ সচিব আর্চবিশপকে সম্ভাব্য সদস্যদের একটি তালিকা দেবেন এবং কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের জন্য পালকীয় পরিকল্পনার অধীনে মহাধর্মপ্রদেশের গণমাধ্যম কমিশন (ASCC– এএসসিসি) গঠন করবেন।

এএসসিসির সদস্যরা নিয়মিত মিটিং করবেন এবং এই নথিতে উল্লেখ করা কর্মসূচীর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করবেন।

পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের অঙ্গীকার

আমরা কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের **মন্ডলীর সঙ্গে সামাজিক সেতুবন্ধন স্থাপনের জন্য পালকীয় পরিকল্পনা** গ্রহণ করলাম এবং অঙ্গীকার করলাম আমরা কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের উন্নতির জন্য এই **পরিকল্পনা** আত্মবিশ্বাস এবং নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তবায়ন করব।

এই পরিকল্পনার মেয়াদ হবে তিন বছর।

_____

+থমাস ডি'সুজা
কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ
চেয়ারম্যান – সামাজিক সেতুবন্ধন বিভাগ / কমিশন

_____

সচিব / পরিচালক – সামাজিক সেতুবন্ধন বিভাগ / কমিশন
কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশ

সম্পাদনা: ফ্যারেল শাহ কলকাতা রোমান ক্যাথলিক মহাধর্মপ্রদেশের সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের পক্ষে। সহায়তায়: ফাদার ডমিনিক গোমেজ - ভিকার জেনারেল, আইজাক হ্যারল্ড গোমেজ, সুনীল লুকাস, ফ্যারেল শাহ এবং অন্যরা। মুদ্রণ শোধক: ডোনা ডি'সুজা

ইংরাজী থেকে বাংলায় অনুবাদ: আইজাক হ্যারল্ড গোমেজ

সরবরাহ / উৎস: কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের নথি, যাজকীয় পরিকল্পনার নথিকাজ পেপার, সিবিসিআই, ইউএসসিসিবি এবং অন্যান্য উৎস।
সমস্ত কপিরাইট উপাদান স্বীকার করা হল। © ২০১৫ কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশ

সংযোজনী – ১
সামাজিক যোগাযোগ বিষয়ে মন্ডলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞদের প্রথম সভা এপ্রিল ১৯৫৩ সালে ভ্যাটিকানে পোপ মহোদয়ের বিজ্ঞান একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শিক্ষা জগত, বিশ্বের আধ্যাত্মিক জীবন এবং মন্ডলীর উপর সব অডিওভিস্যুয়াল গণমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের উপর গভীর অধ্যয়নের প্রয়োজনের উপর জোর দেওয়া হয়। সর্বোপরি সমাজের উপর শীঘ্রই টেলিভিশনের প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়।

সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিশনের জন্য পোপের কমিশনের সব নিয়ম ডিসেম্বর ৩১, ১৯৫৪ পোপ অনুমোদন করেন এবং *এ্যক্টা এ্যপোষ্টলিকা সেডিস Acta Apostolicae Sedis* প্রকাশিত হয়। বিশেষজ্ঞদের কলেজ আরো বড় করা হল এবং তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়: ছায়াছবি, রেডিও, টেলিভিশন। পোপ পায়াস ১২র ***আদর্শ ছায়াছবির*** উপর ভাষণের জন্য (যা জুন ২১ এবং অক্টোবর ২৮, ১৯৫৫ দেওয়া হয়) এবং সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৫৭ সালে চলচ্চিত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনের উপর তাঁর প্রকাশিত *মিরান্ডা প্রোর্সাস Miranda Prorsus* পত্রের জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়।

যখন জন ২৩ নতুন পোপ হলেন তিনি নির্দ্বিধায় তার প্রথম আনুষ্ঠানিক নথিতে, *মটুপ্রপ্রিয় বনি প্যাস্তোরিস motuproprio Boni Pastoris*, গণমাধ্যম কমিশনকে তাঁর রাষ্ট্রীয় সচিবালয়ের সমান মর্যাদা দেন এবং একটি স্থায়ী কার্যালয় তৈরী করেন। এটা হয় ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৫৯ সালে। একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর, কয়েক মাস পরে পোপ জন ২৩, ভ্যাটিকান ফিল্ম লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন, অনুমোদন দেন এবং পোপের কমিশনের উপর তার পরিচালনার দায়িত্ব দেন।

অতএব এটা কোন বিস্ময়ের কারণ হল না যখন জুন ৫, ১৯৬০ উপর *মটুপ্রপ্রিয় সুপারনো ডেই নুটু motuproprio Superno Dei Nutu* পোপের কমিশনের সঙ্গে সংবাদ বিভাগ এবং বিনোদন জগতের জন্য একটি প্রস্তুতিমূলক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন, দ্বিতীয় ভ্যাটিক্যান কাউন্সিলের বারোটি প্রস্তুতিমূলক অঙ্গের একটা অঙ্গ হিসাবে। এই প্রস্তুতিমূলক সচিবালয়ের দুই বছরের অস্তিত্বকাল সময়ে দায়িত্ব ছিল সংবাদপত্র এবং অডিওভিস্যুয়াল গণমাধ্যম কি সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে তা চিহ্নিত করা এবং সমস্ত তথ্য একই গবেষণার জন্য জড় করা। একই সময়, তাদের স্বাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেওয়া যাতে তারা নিজস্ব স্বকীয়তায় ভবিষ্যতে মন্ডলীর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সঠিক জায়গা খুঁজে পায়। যদিও কারো মতে ইন্টার মিরিফিকা *Inter Mirifica*, যা ভ্যাটিক্যান কাউন্সিল তিন বছর পরে ৪ ডিসেম্বর ১৯৬৩ ফরমান জারি করে প্রচার করেছিল, বেশী দূর যায় নি, তাদের স্বীকার করতে হবে যে ভ্যাটিকান দ্বিতীয় গণমাধ্যমের ব্যাপারে বিশেষ এবং সুদূরদর্শী পদক্ষেপ নিয়েছিল।

***

পোপ ষষ্ঠ পল দায়িত্ব গ্রহণের পর পোপের কমিশনের সভাপতির পরিচালনায় প্রেস কাউন্সিল কমিটি গঠন করা হয়। গঠনের পরেই এই কাউন্সিল বিশ্বের সংবাদ ও সাংবাদিকদের মধ্যে অবিলম্বে সম্পর্ক উন্নত করতে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সঙ্গে কাজ শুরু করে।

কাউন্সিলের মেয়াদ শেষের জন্য অপেক্ষা না করেই, পোপ ষষ্ঠ পল কাউন্সিলের অধ্যক্ষর ভোট এবং তার *মটুপ্রপ্রিয় ইন ফ্রাক্টিবাস মুল্টিস motuproprio In fructibus multis* (*মটুপ্রপ্রিয়* শব্দটির অর্থ হল ব্যক্তিগতভাবে পোপের নিজের উদ্যোগে জারি করা তাঁর স্বাক্ষরিত একটি নথি) দ্বারা ২ এপ্রিল ১৯৬৪ বর্তমান কমিশনকে তাঁর সামাজিক যোগাযোগ কমিশনে রুপান্তরিত করেন এবং সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, দৈনিক সংবাদপত্র এবং নির্ধারিত সময়ে প্রেসের সঙ্গে আদান প্রদানের সময়, বিশেষ ভাবে ক্যাথলিক ধর্ম স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলার দায়িত্ব দেন। উপরন্তু, পরের বছরে ১৩ আগস্ট ১৯৬৫ তিনি বিভিন্ন জায়গায় মন্ডলীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অডিওভিস্যুয়াল সম্প্রচারের জন্য নিয়মের অনুমোদন করেন। একই সময়ে পোপ কমিশনের মধ্যে অডিওভিস্যুয়াল সহায়তার জন্য একটি পরিষেবা প্রবর্তন করেন।পরে তিনি ভ্যাটিকানের সংবাদ বিভাগের / অফিসের নিয়মকানুন জারি করেন, যা তাঁর কমিশনের অধীনে থাকবে, মন্সিনিয়র ফস্তো ভালাইঙ্কের পরিচালনায়, যিনি ভ্যাটিকান দ্বিতীয়র সংবাদ বিভাগের পূর্ব পরিচালক ছিলেন। কমিশনের কাজ বেড়ে যাওয়ার কারণে, পোপ ষষ্ঠ পল বিশপ আগস্টিনো ফেরারী টোনিওলোকে ২৩ এপ্রিল ১৯৬৯ সহ-সভাপতি পদে মনোনীত করেন।

পোপের কমিশন পরবর্তী পরিষদের চেহারা নিল, এবং সেইসব কার্ডিনাল ও বিশপদের নিয়ে গঠিত হল যাঁরা সামাজিক যোগাযোগের জন্য জাতীয় কমিশন সভাপতি ছিলেন এবং যাঁদের মেয়াদ পাঁচ বছর সময়কালের। এছাড়া নির্বাচিত যাজক এবং সাধারণ খ্রীষ্টভক্ত উপদেষ্টাগণের গণমাধ্যমে পেশাদারী ৩৬ জনের একটি দলকেও রাখা হল। সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিশনের জন্য তিনটি আন্তর্জাতিক ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতিদের এবং সংবাদ বা প্রেসের জন্য – International Catholic Organization for Cinema and Audiovisual–OCIC (সিনেমা ও অডিওভিস্যুয়াল জন্য আন্তর্জাতিক ক্যাথলিক সংস্থা), International Catholic Association for Radio and Television–UNDA (রেডিও এবং টেলিভিশনের জন্য আন্তর্জাতিক ক্যাথলিক সংস্থা), *Union Catholique Internationale de la Presse*–UCIP (ইউনিয়ন ক্যাথলিক ইন্টারন্যাশনাল প্রেস) পদাধিকারবলে সদস্য করা হল।

২৮ জুন ১৯৮৮ কার্ডিনালদের সমাবেশে পোপ জন পল দ্বিতীয়র জারি করা *Pastor Bonus পাস্টর বোনাস (অর্থাৎ উত্তম মেষপালক)* নির্দেশ অনুযায়ী, সামাজিক যোগাযোগ কমিশনকে ১ মার্চ ১৯৮৯, পোপের সামাজিক যোগাযোগ কাউন্সিলে পরিণত করা হয়। এর ফলে এই কাউন্সিল নিজ অধিকারবলে রোমান কিউরিয়ার একটি অফিস হয় (রোমান কিউরিয়া হল পোপের প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু যার মাধ্যমে পোপ সারা বিশ্বে রোমান ক্যাথলিক চার্চ পরিচালনা করেন)। উল্লিখিত অ্যাপোস্টিলিক সংবিধানের ১৬৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কাউন্সিলের অফিস "সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন উপকরণের প্রভাব এবং প্রশ্নের মোকাবিলা করবে, যেন এই উপায়-উপকরণের দ্বারা নৈতিকতা বজায় রেখে মানুষের বৃদ্ধি, সভ্যতার অগ্রগতি এবং পরিত্রাণ আসে।" একই সময়ে পোপের এই প্রেস অফিস রাজ্য সচিবালয়ের প্রথম অংশের অধীনে "বিশেষ অফিস" হবে এবং "পোপের গুরুত্বপূর্ণ কাজের সরকারী ইশতাহার" এর প্রকাশনা এবং বিতরণের দায়িত্বে থাকবে।

১৯৮৯ সালে, ইন্টার মিরিফিকার ফরমান জারির ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে, পোপের সামাজিক যোগাযোগ কাউন্সিল দুটি গুরুত্বপূর্ণ নথি প্রকাশ করল: (১) অশ্লীল রচনা বা সাহিত্যাদি এবং গণসংযোগ মাধ্যমে হিংস্রতা: যাজকীয় প্রতিক্রিয়া (৭ মে, ১৯৮৭), (২) যোগাযোগ মাধ্যমে খ্রীষ্টান গির্জার ঐক্য ও আন্তঃ-ধর্মীয় সহযোগিতার মানদণ্ড (১৪ অক্টোবর ১৯৮৯)। উভয় নথি সদস্য, উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞদের প্রায় তিন বছর ধরে কাজের ফল ছিল।

সংযোজনী - ২

সামাজিক যোগাযোগের উপর মণ্ডলীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি

২০০৮ মে: একটি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের পোপ বেনেডিক্ট ১৬র ভাষণ - প্রসঙ্গ: "একটি ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ বিভাগের পরিচয় এবং তার উদ্দেশ্য বা মিশন" - আয়োজক: পোপের সামাজিক সেতুবন্ধন স্থাপন পরিষদ

২০০৫: যোগাযোগের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের পবিত্র পিতা জন পল দ্বিতীয়র অ্যাপোস্টিলিক চিঠি

২০০৩: কার্ডিনাল ও বিশপদের সম্মেলনের পর পোপের বাণী "Pastores Gregis" (বিশ্বের জন্য আশায়)

২০০২: ফেব্রুয়ারী - ইন্টারনেটে নৈতিকতা

২০০২: ফেব্রুয়ারী - মন্ডলী এবং ইন্টারনেট

২০০১: *Engdiscorso 70 mo radio vaticana ইংডিসকর্সো ৭০ মো রেডিও ভ্যাটিকানা*

সংযোজনী – ২

২০০০: সাংবাদিকদের জয়ন্তী উপলক্ষে পবিত্র পিতার বক্তৃতা

২০০০: জুন, যোগাযোগ ব্যবস্থায় নৈতিকতা

১৯৯৯: সংস্কৃতির সেবায় মেষপালকের মত যত্নবান পদক্ষেপ নেওয়া

১৯৯৯: শিল্পীদের মাননীয় পোপ জন পল দ্বিতীয়র পত্র

১৯৯৮: এপ্রিল ১৮ থেকে মে ১৪, ১৯৯৮ রোমে অনুষ্ঠিত বিশেষ এশিয়ান সিনোদে এশিয়ার গির্জায় রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাসের সম্প্রসারণের জন্য পোপ জন পলের পরিকল্পনা

ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ : বিজ্ঞাপনের নৈতিকতা

১৯৯৫ –১৯৯৬: সিনেমার ১০০ বছর

১৯৯৫: পোপ জন পল দ্বিতীয়র পত্র *"Evangelium Vitae"* "ইভ্যান্জেলিয়াম ভিটে" অর্থাৎ জীবনের মঙ্গল সমাচার

১৯৯২: বিশ্বাসের মতবাদ প্রচারে সামাজিক যোগাযোগের উপাদান বা পদ্ধতি ব্যবহারের কিছু নির্দেশনা

১৯৯২: ফেব্রুয়ারী *Aetatis Novae এটাটিস নোভে* অর্থাৎ *একটি নতুন যুগের আবির্ভাব* – মানব যোগাযোগে একটি বিপ্লব

১৯৮৯: অক্টোবর – যোগাযোগ ব্যবস্থায় খ্রীষ্টধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে সহযোগিতার নির্ণায়ক

১৯৮৯: মে: অশ্লীল রচনা বা সাহিত্যাদি এবং গণসংযোগ মাধ্যমে হিংস্রতা: যাজকীয় প্রতিক্রিয়া

১৯৮৬: ভবিষ্যত যাজক সম্প্রদায়ের জন্য প্রশিক্ষণ নির্দেশ

১৯৭৯: সেপ্টেম্বর যোগাযোগ মাধ্যমের পেশাদার সাংবাদিক ও সদস্যদের পবিত্র পিতা জন পল দ্বিতীয়র বাণী

১৯৭৮: সেপ্টেম্বর পোপ জন পল প্রথমের আন্তর্জাতিক প্রেসের প্রতিনিধিদের ভাষণ

১৯৭৫: ডিসেম্বর *Evangelii Nuntiandi* (অর্থাৎ আধুনিক বিশ্বে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা) পোপ পল ষষ্ঠ দ্বারা ৮ ডিসেম্বর ১৯৭৫ জারি করা জোরালো পরামর্শ

১৯৭৩: জুন: সব ধ্যানরত ধর্মীয় সংগঠনের প্রতি আবেদন

১৯৭১: মে: *Communio et Progressio কমিউনিও এত্ প্রোগ্রেসিও* সামাজিক যোগাযোগে দ্বিতীয় ভ্যাটিক্যান কাউন্সিলের আদেশে ইন্টার মিরিফিকার সঠিক ব্যবহারের জন্য পোপের সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের নির্দেশ

***

১৯৬৩: এপ্রিল: পোপ জন ২৩এর চিঠি *"Pacem in terris"* "প্যাসেম ইন টেরিস" (অর্থাৎ পৃথিবীতে শান্তি)

১৯৬৩: ভ্যাটিকান ২ কাউন্সিলের ফরমান *"Inter Mirifica"* "ইন্টার মিরিফিকা" (অর্থাৎ সামাজিক যোগাযোগ বা সেতুবন্ধন)

১৯৬১: মে পোপ জন ২৩এর চিঠি *"Mater et magistra"* "মাতের এট্ ম্যাজিষ্ট্রা" "মা ও শিক্ষক"

১৯৫৯: *Eng Statuto Filmoteca Vaticana* ভ্যাটিকান ফিল্ম-লাইব্রেরীর বিধিবদ্ধ

১৯৫৯: পোপ জন ২৩এর চিঠি *"ad Petri Cathedram"* "এ্যাড পেট্রী ক্যাথেড্রাম" অর্থাৎ পিটারের চেয়ারে

১৯৫৯: ফেব্রুয়ারী পোপ জন ২৩এর চিঠি *"motuproprio* boni pastoris" (উত্তম মেষপালক) যার মাধ্যমে তিনি পোপের কমিশনকে স্থায়ী করলেন

১৯৫৭: পোপ পায়াস ১২র চিঠি *"Miranda prorsus"* "মিরান্ডা প্রোসাস" অর্থাৎ "সিনেমা, শব্দ সম্প্রচার ও টেলিভিশন বিষয়ে।"

১৯৫৫: সিনেমা জগতের বিশ্বের প্রতিনিধিদের পোপ পায়াস ১২র বাণী

১৯৫৪: সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিশনের জন্য পোপের কমিশন

১৯৩৬: জুন পোপ পায়াস ১১র চিঠি *"vigilanticura"* সিনেমা দেখার ব্যাপারে "সতর্ক যত্ন"

***

সংযোজনী - ৩

কলকাতার মহাধর্মপ্রদেশে যোগাযোগের বর্তমান অবস্থা: শক্তি এবং দুর্বলতা

শক্তি:

- ভারতের প্রাচীনতম খ্রীস্টান সাপ্তাহিক **হেরাল্ড**, কলকাতার মহাধর্মপ্রদেশ থেকে প্রকাশিত হয়। **'বাংলা হেরাল্ড'** ২০০০ সাল থেকে বাংলায় প্রকাশিত হচ্ছে।
- এডুকেশন মিডিয়া রিসার্চ সেন্টার (EMRC) একটিমাত্র খৃস্টান গণমাধ্যম কেন্দ্র যা ভারত ব্যাপী কম করে ২০০ লক্ষ মানুষের জন্য পেশাদারী টিভি প্রোগ্রাম তৈরী করে এবং রাষ্ট্রীয় নেটওয়ার্কএ নিয়মিত সম্প্রচার করে।
- চিত্রবাণী একমাত্র সংস্থা যাদের রেডিও প্রোগ্রাম গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে লাখ লাখ মানুষ নিয়মিত উপভোগ করে। চিত্রবাণীর প্রায় ১৭টি প্রকাশনার স্বত্বাধিকার আছে।
- নিতিকা ডন বস্কো যোগাযোগ কেন্দ্র আরো সরাসরি মন্ডলীর সেবায় জড়িত এবং তারা ধর্মশিক্ষা বিষয়ে নানারকম জিনিস (বই, মাল্টিমিডিয়া, লোকসঙগীত, ইত্যাদি) তৈরী করে। এখানে ধর্মশিক্ষার উপরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নিতিকার প্রায় ১২টি প্রকাশনার স্বত্বাধিকার আছে। এছাড়াও এই কেন্দ্রটি *ক্যাটিকেটিক্স* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে।
- কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ গণমাধ্যম বা মিডিয়া বিভাগ গণযোগাযোগ জগতের জন্য পেশাদার তৈরী করে।
- পলিন বই এবং মিডিয়া সেন্টার যা হল ভাল বই, অডিও ভিজুয়াল (শোনা ও দেখা) সামগ্রী এবং তথ্যভান্ডারের সম্ভার।
- খ্রীস্ট পূজন প্রকাশনী বাংলা গণ-প্রার্থনার বিধি সংক্রান্ত উপাদান প্রকাশ করে এবং প্রায় ২০৩ প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী।
- যদিও উপরের সংস্থাগুলি গির্জা ভিত্তিক, খ্রীষ্টভক্তমন্ডলীরাও গণমাধ্যম জগতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। ক্যাথলিকরা রেডিও স্টেশনে প্রযোযক হিসেবে কাজ করেন; বিভিন্ন সংবাদপত্র গোষ্ঠীতে ক্যাথলিক সাংবাদিকরা আছেন; এছাড়া ক্যাথলিকরা থিয়েটার, পুতুল নাচ এবং চারুকলার জগতেও যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন।
- খৃস্টান এবং বিশেষভাবে ক্যাথলিক সঙ্গীতশিল্পীদের রচনা করা স্তবগান বিশ্বাসীরা ক্রমাগত ব্যবহার করছেন। তাঁদের গানের ক্যাসেট / সিডি / ডিভিডি গির্জার পরিধি পার হয়ে অন্যত্রও কদর পাচ্ছে।
- স্ট্রীম্স অফ লিভিং ওয়াটার, মোহনা, আওয়ার লেডী অফ ব্যান্ডেল (আমাদের ব্যান্ডেলের রাণী) এবং বেশ কয়েকটি সংবাদনামার প্রকাশনা বিভিন্ন প্যারিশে হয়েছে।
- কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের ক্যাথলিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলির উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে যা দিয়ে তারা গণমাধ্যমের জন্য বিশেষজ্ঞ বা পেশাদার কর্মী সৃষ্টি এবং যোগাযোগ সরঞ্জাম তৈরীর দক্ষতা রাখে।

***

দুর্বলতা:

- মনে হয় কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না।
- গণমাধ্যমে প্রশিক্ষণের জন্য অপর্যাপ্ত আর্থিক সমর্থন এবং প্রশিক্ষিত পেশাদার কর্মীর অভাব।
- কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্র এবং কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় এবং সহযোগিতার অভাবে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ ও তাদের প্রশিক্ষিণ দেওয়া হয় না। ক্যাথলিক প্রকাশনায় পেশাদারি মনোভাব এবং এভি (অডিও-ভিজুয়াল) প্রযোজনার অভাব।
- প্রশিক্ষিণ কর্মসূচীতে প্যারিশ কমিউনিটির অংশগ্রহণের অপর্যাপ্ত সুযোগ। যোগাযোগকারীদের স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে যেসব দক্ষতা আছে সেগুলির সদ্ব্যবহারে অনীহা।
- বড় বা মূলধারার গণমাধ্যমে মন্ডলীর নেতাদের উপস্থিতির অভাব।
- গণমাধ্যম কমিশনে সাধারণ খ্রীষ্টভক্তের অভাব, পুরোহিতদের ভিড় অপেক্ষাকৃত বেশী।
- একজনের উপর - যেমন সামাজিক যোগাযোগ পরিচালক বা সচিব – খুব বেশী দায়িত্বের বোঝা চাপানো।
- গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঘন ঘন পরিবর্তন।
- সেমিনারী পাঠক্রমে গণমাধ্যম প্রশিক্ষায় অপর্যাপ্ত অনুপ্রেরণা বা অগ্রাধিকারের অভাব।
- মহাধর্মপ্রদেশের গণমাধ্যম বিভাগে অস্থায়ী কর্মীদের বা নেতাদের নিয়োগ।
- অপ্রতুল প্রকাশনা, সম্প্রচার এবং প্রশিক্ষণ।
- গণসংযোগ কর্মশালায় খাপছাড়া পরিকল্পনা ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু।
- গণসংযোগ কমিশনে লিঙ্গ ভারসাম্যর অভাব চোখে পড়ার মত।
- মন্ডলীর / মহাধর্মপ্রদেশের পক্ষ থেকে ধর্মনিরপেক্ষ গণসংযোগ মাধ্যমের সঙ্গে অপর্যাপ্ত জনসংযোগ।
- কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশে কার্যকারী গণমাধ্যমের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব। শহরের পেশাদারদের সঙ্গে একটি বিশাল ফাঁক এবং অপর্যাপ্ত সহযোগিতার অভাবে ধর্মনিরপেক্ষ দুনিয়া এবং গণমাধ্যমের উপর কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের কোন প্রভাব নেই।
- সামাজিক সেতুবন্ধন তৈরীর জন্য যোগাযোগ কমিশন গঠন ও তা কার্যকরী ভাবে চালানোর অসুবিধা।

***